ঝিনাইদহে পিপিএল’র পর্দা উঠছে আগামী ১৬ ডিসেম্বর

ঝিনাইদহে প্রতি বছরের ন্যায় এবারো শুরু হচ্ছে পবহাটি প্রিমিয়ার লীগ (পিপিএল)’র চতুর্থ আসর। আগামী সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) থেকে এই লীগ শুরু হচ্ছে।

এ উপলক্ষ্যে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেেলেনর মাধ্যমে লীগের গ্রুপ নির্ধারণ ও ট্রফি উন্মোচন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পিপিএল’র আহবায়ক মোস্তাক আহম্মেদ। এ সময় ক্রীড়াবিদ শাহ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, জজ আদালতের এপিপি সরদার মনিরুল ইসলাম মিল্টন, সাংস্কৃতিক কর্মী নাজিম উদ্দিন জুলিয়াস, প্রিমিয়ার লীগের সদস্য সচিব এ্যাড. আনোয়ার হোসেন চাঁদ, রোকনুজ্জামান, এমদাদুল ইসলাম, আব্দুর রাকিব, রাসেল রানা ও সানজিদ শুভ্রসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা জানায়, আগামী ১৬ ডিসেম্বর শহরের পবহাটি বলফিল্ডে জমকালো ও বর্নাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ প্রিমিয়ার লীগের উদ্বোধন করা হবে। ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড এম এম মজিদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

এতে জেলার বিভিন্ন উপজেলার ২৪ টি দল ৮ টি গ্রুপে অংশ গ্রহন করছে। ২৭ ডিসেম্বর রাতে ফাইনাল খেলার মাধ্যমে পবহাটি প্রিমিয়ার লীগ শেষ হবে। লীগের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিও বাংলাদেশ, রাবেয়া হাসপাতাল, শান্দা এগ্রো, জাপানিজ ল্যাংগুয়েজ, ইউনাইটেড ডায়াগোনেস্টিক সেন্টার, রায়হান মটরস ও কার ট্রেড স্পন্সর করছে।

ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে বড় লাফ

বাংলাদেশের মেয়েদের

চলতি বছরের অক্টোবরে টানা দ্বিতীয়বারের মতো সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জেতে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। এর মধ্যেই র্যাঙ্কিংয়ে এসেছে বড় সুখবর। নারী ফুটবলের হালনাগাদ ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ৭ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ।

নারী ফুটবলের র্যাঙ্কিংয়ে বাংলার বাঘিনীদের অবস্থান এখন ১৩২ নম্বরে। সর্বশেষ আগস্টে ১৩৯–এ ছিল লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। বর্তমান র্যাঙ্কিংয়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আছে তৃতীয় স্থানে। সাবিনা-সানজিদাদের ওপরে অবস্থান ভারত ও নেপালের।

সাফের ফাইনালে বাংলাদেশের কাছে হারা নেপাল র্যঙ্কিংয়ে ৪ ধাপ পিছিয়েছে। তাদের বর্তমান অবস্থান ১০৪। আর ভারত এক ধাপ পিছিয়ে এখন ৬৯-এ। বাংলাদেশের পর আছে পাকিস্তান (১৫৭), শ্রীলঙ্কা (১৫৮), মালদ্বীপ (১৬৩) ও ভুটান (১৭২)।

২০২৪ সালের সর্বশেষ র্যাঙ্কিংয়ে নারী ফুটবলের ১ নম্বর দল যুক্তরাষ্ট্র, আগেও শীর্ষে ছিল তারা। এক ধাপ করে এগিয়ে দুই ও তিনে উঠেছে যথাক্রমে স্পেন ও জার্মানি। ইংল্যান্ড দুই ধাপ পিছিয়ে চারে।

সূত্র: ইত্তেফাক

দর্শনায় শহীদ আবু সাঈদ ও মীর মুগ্ধ স্মৃতি ফুটবল টুনার্মেন্ট ফাইনাল খেলা

অনুষ্ঠিত

দর্শনা রামনগর মাথাভাঙ্গা যুব সংঘের উদ্যোগে শহীদ আবু সাঈদ ও মীর মুগ্ধ স্মৃতি ফটবল টুনার্মেন্ট ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার পাবনা আযূব খান স্মৃতি সংঘকে ১-০ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে দর্শনা বয়েজ ক্লাব। দ্বিতীয় পর্বের খেলায় পাবনা আয়ুব স্মৃতি সংঘকে দর্শনা বয়েজ ক্লাব ফুটবল একাদশের ১১ নং খেলোয়ার সিফাত হোসেন আলী ৪৭ মিনিটের সময় ১ম গোলটি করেন। খেলার শেষ পর্যন্ত পাবনা আয়ুব খান স্মৃতি ফুটবল একাদশ গোলটি পরিশোধ করতে পারেনি। ফলে খেলায় চ্যাম্পিয়ান ট্রফি সিফাতের হাতে তুলে দেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি মাহমুদ হাসান খান বাবু। এছাড়া সেরা খেলোয়ার, সেরা গোলদাতা ও ম্যানঅবদ্যা খেলোয়ারদের পুরুস্কার তুলে দেন।

মাহমুদ হাসান খান বাবু এসময় ববক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বলেন,খেলা ধুলা খেললে মানুষের মনকে বিকাশিত ঘটায়। খেলাধুলা খেললে মাদক থেকে দৃরে থাকা যায় এবং যুব সমাজ ধংসের দার প্রান্ত থেকে রক্ষা পায়। তাই আপনাদের সন্তনদের লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলা ধুলায় মনোনিবেশ করেন। এতে যুব সমাজ মাদকের হাত থেকে রেহায় পাবে।

তিনি আরও বলেন, দর্শনায় শুধু বিএনপি কমিটি নিয়ে ঝামেলা হয়। এখন দেখছি এত সুন্দর শান্ত পরিবেশে উৎসব মুখোর পরিবেশে ফুটবল খেলো দেখে আমি অভিভুত হয়েছি। আমি বা আমার দলের সরকার যদি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পায় তাহলে মেমনগর ফুটবল মাঠকে মিনি স্টেডিয়াম করে দেবো। এরপর বিজয়ী ও পরাজিত দলকে তাদের নৈপূর্ন খেলা পরিবেশন করায় অভিনন্দন জানান এবং তাদের সাফল্য কামনা করেন। রেফারীর দায়িত্ব পালন করেন ফেরদৌস আহম্মেদ, সহকারী রেফারীর দায়িত্ব পালন করেন, ইকরামুল হাসান নিপুন এবং মোসাফিজুর রহমান।

রামাযুষের সভাপতি জহির রায়হানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি সাবেক পারকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা খাঁজা আবুল হাসনাত ও দর্শনা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাবেক চেয়ারম্যান আহম্মদ আলী, দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, সাবেক চেয়ারম্যান নতিপোতা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান, দামুড়হুদা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম তনু, জীবননগর

সীমান্ত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মঈনউদ্দিন, জীবননগর থানা বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন খোকন, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক হাজী খন্দকার শওকত আলী, দর্শনা কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ, দর্শনা পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার শামীম উদ্দিন দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক এনামুল হক শাহ মুকুল, দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সংগঠনিক সম্পাদক নাহারুল ইসলাম, পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সভাপতি শফি উদ্দিন, দর্শনা পৌরসভার সাবেক ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব মামুন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আওয়াল হোসেন,দর্শনা পৌর বিএনপির যুবদলের সদস্য সচিব রফিকুল হাসান, সাবেক থানা বিএনপির সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম। মদনা পারকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জসিম উদ্দিন। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন, নাসির উদ্দিন খেদু, জালার উদ্দিন লিটন ও রেজাউল ইসলাম।

খেলায় হাজার হাজার দর্শক মাঠের চারপাশের গ্যালারীতে ছিলো পরিপূর্ণ উপচে পড়া ভীড় ও মাঠ ভর্তি দর্শক ছিলো চোখে পড়ার মত। সমগ্র ফুটবল খেলার ধারা ভাষ্য দেন হাসান গাজী, সবুজ হোসেন ও শামীম আহম্মেদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জাহান আলী ও মোরশেদ লিংকন। সার্বিক তত্তাবধায়নে ছিলেন রামাযুষের সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান।

‘আপত্তিকর ভাষা’ ব্যবহারে শাস্তি পেলেন জোসেফ

বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে শুরুর আগে স্পাইকযুক্ত জুতা পড়ে উইকেটে হাঁটছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসার আলজারি জোসেফ। তাকে হাঁটতে মানা করলে চতুর্থ আম্পায়ার গ্রেগরি ব্র্যাথওয়েটকে উদ্দেশ্য করে আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করেন এই ক্যারিবিয়ান পেসার। আম্পায়ারের সঙ্গে আপত্তিকর ভাষা ব্যবহারে আচরণবিধি ভঙ্গ করায় তাকে শাস্তি দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)।

এ বিষয়টি দুই অনফিল্ড আম্পায়ার কুমার ধার্মাসেনা ও লেজলি রিফার এবং তাদের সহযোগী আসিফ ইয়াকুবকে নিয়ে ম্যাচ রেফারি জেফ ক্রোকে জানান গ্রেগরি ব্র্যাথওয়েট। তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে জোসেফকে শাস্তি দেন ক্রো।

আইসিসির আচরণবিধির লেভেল-১ এবং ২.৩ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করায় ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ জরিমানার পাশাপাশি একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে জোসেফকে।

এই ধারার অপরাধে সর্বনিম্ন শাস্তি সতর্ক করা। সর্বোচ্চ শাস্তি ম্যাচ ফি’র ৫০ শতাংশ জরিমানা ও ১ বা ২ ডিমেরিট পয়েন্ট। জোসেফ নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেওয়ায় আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন পড়েনি।

সূত্র: ইত্তেফাক

মিরাজদের সিরিজে সমতায় ফেরার লড়াই আজ

আত্মবিশ্বাসী ছিল বাংলাদেশ সেন্ট কিটসে তিন ম্যাচেরও ওয়ানডে সিরিজের আগে। কেননা ২০১৮ সালের পর উইন্ডিজ সফরে গিয়ে এই ফরম্যাটে হারেনি তারা। দীর্ঘ ছয় বছরে সেখানে পাঁচ ম্যাচ খেললেও হারেনি একটিতেও। এছাড়া সব মিলিয়ে দলটির বিপক্ষে টানা ১১ জয় তো সঙ্গী হিসেবে ছিলই। তবে রবিবার সিরিজের প্রথম ম্যাচ দিয়ে টানা হারের বৃত্ত থেকে বেড়িয়ে এসেছে স্বাগতিকরা।

আজ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় মুখোমুখি হবে দুই দল। এই ম্যাচে বাংলাদেশের লড়াই সিরিজে ফেরার। আর তা না পারলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই স্বাদ নিতে হবে সিরিজ হারের। তাই জয়ের বিকল্প নেই মিরাজ বাহিনীর সামনে।

রোববার (৮ ডিসেম্বর) সিরিজের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিকদের কাছে বাংলাদেশ ৫ উইকেটে হেরেছে। ঐ ম্যাচে টস দিতে আগে ব্যাট করতে নেমে

৬ উইকেট হারিয়ে ২৯৪ রান করে সফরকারীরা। ঐ রান ১৪ বল আগেই তাড়া করেছে ক্যারিবীয়রা। পাশাপাশি হয়েছে একটি রেকর্ডও। ওয়ার্নার পার্কে এটাই সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়।

এর আগে ২০১৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২৬৫ রান তাড়া করে জিতেছিল স্বাগতিকরা। এমন জয়ের পর এবার স্বাভাবিকভাবেই তাদের নজর থাকবে সিরিজ জেতার দিকেই কেননা লাল-সবুজের প্রতিনিধিদের বিপক্ষে সবশেষ সিরিজ জিতেছিল ২০১৪ সালে। এবার যেহেতু সুযোগ হয়েছে তা লুফে নিতেই চাইবে সেটাই অনুমেয়। তবে কাজটা যে সহজ হবে না। কেননা এবারের উইন্ডিজ সফরটা শুরু হয়েছিল হার দিয়ে। অ্যান্টিগাতে হেরেছিল প্রথম টেস্ট। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে সিরিজে ফিরে এসেছিল সমতায়। ওয়ানডেতেও দলের প্রতি সমর্থকদের তেমনি প্রত্যাশা করছে।

এদিকে প্রথম ম্যাচ ব্যাটিংবান্ধব উইকেটেও সফরকারী ব্যাটাররা ছিল নিষ্প্রাণ। খেলেছে টেস্ট মেজাজে তাতে দলীয় সংগ্রহ হয়েছে কম। নিজেদের গোটা ইনিংসে ৩০০ বলের বলে ১৫৫টি ‘ডটবল’ খেলেছে বাংলাদেশ। অধিনায়ক মিরাজ নিজে চারে নেমে ৭৪ রান করতে খেলে ফেলেছেন ১০১ বল। শেষ দিকে মাহমুদউল্লাহ ও জাকের আলিও আরেকটু সক্রিয় হয়ে আরেকটু চালিয়ে খেলতে পারতেন। তাহলে ৩২০-৩৩০ হতে পারত স্কোর।

তারপরও ম্যাচ শেষে বাংলাদেশের অধিনায়ক মিরাজ হারের দায় চাপিয়েছেন বোলারদের ওপর। তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ, আমরা সন্তুষ্টই ছিলাম (নিজেদের ব্যাটিং ইনিংসে রান নিয়ে)। এই ধরনের উইকেটে ২৯৫ খুব ভালো স্কোর। তাদেরকে কৃতিত্ব দিতেই হবে, তারা অনেক ভালো খেলেছে। বিশেষ করে শেই হোপ ও রাদারফোর্ড, ভালো জুটি গড়েছে তারা। মাঝের সময়টায় আমরা উইকেট নিতে পারিনি। আমাদের বোলারদের জন্য দিনটি কঠিন ছিল।’

উইন্ডিজদের ইনিংসে ভালো শুরু এনে দিয়েছিল বাংলাদেশের পেসাররা। দলীয় ২৭ রানেই দুই ওপেনার ব্রান্ডন কিং ও এভিন লুইসকে সাজ ঘরে ফেরান তানজিম হাসান সাকিব ও নাহিদ রানা। সেসময় খানিকটা চাপে পড়লেও ঘুরে দাঁড়ায় স্বাগতিক ব্যাটাররা। এ নিয়ে মিরাজ বলেন, ‘শুরুটা (বোলিংয়ে) খুব ভালো করেছিলাম আমরা, বিশেষ করে নাহিদ রানা, তাসকিন ও তানজিম ভালো বল করেছে। কিন্তু মাঝে ওভারগুলোয় আমরা উইকেট বের করতে পারিনি। তবে এই ধরনের উইকেটে এমন কিছু হতেই পারে। উইকেট খুব ভালো এবং অবশ্যই ওদেরকে কৃতিত্ব দিতেই হবে।’

তবে বরাবরের মতোই ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথা জানিয়ে পরের ম্যাচে ভালো কিছু করার আশারবাণী শোনান মিরাজ। বলেন, ‘অনেক কিছুই শিখতে পারি আমরা। আজকে বেশ কিছু ভুল করেছি। পরের ম্যাচে আরো ভালো করায় মনযোগ দিতে হবে আমাদের। এখনো দুই ম্যাচ বাকি আছে। জয়ের জন্য পরিকল্পনা করতে হবে আমাদের। আমি এখনো মনে করি, আমাদের ভালো সুযোগ আছে (সিরিজে ঘুরে দাঁড়ানোর)।’

সূত্র: ইত্তেফাক

এশিয়া চ্যাম্পিয়নরা দেশে ফিরবে আজ রাতে

ভারতকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশ। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো এশিয়ার সেরা হলো যুবা টাইগাররা। রোববার (৮ ডিসেম্বর) ফাইনালে ভারতকে ৫৯ রানের ব্যবধানে হারিয়ে শিরোপা জেতে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

এশিয়া কাপ জয়ের পর সোমবার (৯ ডিসেম্বর) রাতে দেশে ফিরবেন ক্রিকেটাররা। সঙ্গে আসবেন কোচিং স্টাফের সদস্যরাও। হযরত শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রাত এগারোটায় এসে পৌঁছাবেন যুব দলের ক্রিকেটাররা।

এশিয়া চ্যাম্পিয়নদের জন্য বিসিবির থেকে সংবর্ধনা ও ডিনারের ব্যবস্থা থাকবে। বিসিবি সভপতি ফারুক আহমেদ দেশে ফিরলে ঘোষণা আসতে পারে পুরস্কারেরও।

এদিকে জুনিয়র টাইগারদের সাফল্যে অভিনন্দ জানিয়েছেন দেশের তারকা ক্রিকেটাররাও। অভিনন্দন বার্তায় অভিজ্ঞ ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিম লিখেছেন, এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় আমাদের অনূর্ধ্ব-১৯ টিমকে অভিনন্দন। দারুণ করেছো ছেলেরা। মাশাআল্লাহ।

সাবেক টাইগার অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা ফেসবুক পেজে এক পোস্টে লিখেছেন, অভিনন্দন যুবারা…তোমাদের হাত ধরে টানা

দ্বিতীয়বার এশিয়া কাপ এলো দেশে। উড়তে থাকো, যেতে হবে বহুদূর…।

সূত্র: ইত্তেফাক

ভারতকে কাঁদিয়ে টানা দ্বিতীয় শিরোপা বাংলাদেশের

ব্যাটনটা হাত বদল হতে দেয়নি বাংলাদেশের যুবারা। বরং রাজত্বর সময়কাল আরো এক বছর বাড়িয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে টানা দ্বিতীয় শিরোপা জিতে। দুবাইয়ে ভারতকে ৫৯ রানে হারিয়ে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রেখেছে বাংলাদেশ।

১৯৯ রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই বিপদে পড়ে ভারত। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই আয়ুশ মাহত্রেকে (১) আউট করে বাংলাদেশকে প্রথম সাফল্য এনে দেন আল ফাহাদ। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সেমিফাইনালে দুর্দান্ত ব্যাটিং করা বৈভব সূর্যবংশীকে (৯) দলীয় ২৪ রানের মধ্যে ফিরিয়ে ভারতকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেন আরেক পেসার মারুফ মৃধা। তবে এরপর ছোট ছোট জুটি গড়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছিল ভারত।

এমন সময় বাংলাদেশের প্রয়োজন ছিল একটা মোমেন্টাম। সেই মোমেন্টামটাই এনে দিলেন ইকবাল হোসেন ইমন। ২১তম ওভারে ভারতকে জোড়া ধাক্কা দেন এই পেসার। নিজের ফিরতি ওভারে আরেকটি উইকেট তুলে নিয়ে বাংলাদেশের জয়ের কাজটা অনেকটাই সেরে রাখেন তিনি। ৯ রানের ব্যবধানে ৩ উইকেট নেন উদীয়মান এই পেসার।

৮১ রানে ৬ উইকেট তুলে নেওয়া বাংলাদেশের জয়ের পথের কাঁটা হিসেবে তখন ছিলেন মোহাম্মেদ আমান। ভারতীয় অধিনায়ক এক প্রান্ত আগলে রেখে দলকে আশা দেখাচ্ছিলেন। তবে সেই আশা কিছুদূর গিয়ে মিইয়ে যায়। দলীয় ১১৫ রানের সময় আজিজুল হাকিমের বলে তিনি ২৬ রানে বোল্ড হলে।

শেষ দিকে ২৪ রানের ইনিংস খেলে পরাজয়ের ব্যবধান কমান হার্দিক রাজ। ১৩৯ রানে ভারতীয় যুবারা অলআউট হলে ৫৯ রানের জয় পায় বাংলাদেশ। ভারতের শেষ ব্যাটার চেতন শর্মার ক্যাচ বাউন্ডারিতে কালাম

সিদ্দিকি ধরার সঙ্গে সঙ্গেই উল্লাসে মেতে উঠে পুরো বাংলাদেশ দল। যুবাদের উল্লাস তখন ছড়িয়ে পড়ে পুরো গ্যালারিতে। বাংলাদেশকে সমর্থন দিতে আজ অসংখ্য দর্শক মাঠে হাজির ছিলেন। ম্যাচ জয়ের পর বাংলাদেশের পতাকা হাতে ওভারল্যাপ দেওয়ার সময় প্রবাসী দর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছে যুবারা।

এর আগে শিরোপা ধরে রাখার মিশনে টস ভাগ্যে হেরে ব্যাটিংয়ে নামা বাংলাদেশ করতে পারে ১৯৮ রান। অথচ, একটা সময় বাংলাদেশের রান কমপক্ষে ২২০ হওয়ার কথা ছিল। তা হয়নি মাঝে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারানোয়। ৬৬ রানে ৩ উইকেট হারানো বাংলাদেশকে চতুর্থ উইকেটে বড় স্কোরের স্বপ্ন দেখান মোহাম্মেদ শিহাব জেমস ও রিজান হোসেন। দুজনে ৬২ রানের জুটি গড়েন। জেমস ৪০ রানে বিদায় নেওয়ার পর চাপে পড়ে বাংলাদেশ।

কেননা জেমসের দেখানো পথেই দ্রুত ফেরেন দেবাশীষ দেবা (১) ও রিজান। আউট হওয়ার আগে অবশ্য দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৭ রানের ইনিংস খেলেন রিজান। শেষ দিকে বাংলাদেশকে দুই শ ছুঁই ছুঁই স্কোর এনে দেন ফরিদ হাসান। সতীর্থরা আসা-যাওয়ার মিছিলে থাকলেও এক প্রান্ত আগলে রেখে ৩৯ রান করেন তিনি।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

ভারতকে ১০ উইকেটে হারিয়ে সমতা আনলো অস্ট্রেলিয়া

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে ভারত-অস্ট্রেলিয়া উভয়ের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি। পার্থে প্রথম টেস্ট জিতে সিরিজে লিড নিয়েছিল ভারত। তবে অ্যাডিলেডের পিঙ্ক টেস্টে ভারতকে রীতিমতো উড়িয়ে দিয়েছ অজিরা। এই জয়ে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ১-১ এ সমতা আনলো অস্ট্রেলিয়া।

অ্যাডিলেড টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৮০ রানে অলআউট হয় ভারত। জবাবে ট্রাভিস হেডের সেঞ্চুরিতে ৩৩৭ রানে অলআউট হয় অস্ট্রেলিয়া। ১৪০

রানের অসাধারণ ইনিংস খেলেন হেড। ১৫৭ রানের লিড পায় স্বাগতিকরা।

১৫৭ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ১২৮ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় দিন শেষ করে ভারত। এখানেই মূলত ম্যাচ চলে যায় অস্ট্রেলিয়ার হাতে। তৃতীয় দিনে খেলতে নেমে ১৭৫ রানে অলআউট হয় রোহিত শর্মার দল। মাত্র ১৮ রানের লিড পুঁজি পায় ভারত। প্যাট কামিন্স নেন ৫টি উইকেট।

মাত্র ১৯ রানের টার্গেটে খেলতে নেমে মাত্র ২০ বল খেলে ১০ উইকেটে দলের জয় নিশ্চিত করেন দুই অজি ওপেনার নাথান ম্যাকসুইনি ও উসমান খাজা। ম্যাকসুইনি ১০ ও খাজা ৯ রানে অপরাজিত থাকেন।

সূত্র: ইত্তেফাক

গ্লোবাল সুপার লিগে সৌম্যের ব্যাটে চ্যাম্পিয়ন রংপুর রাইডার্স

কথা ছিল বাংলাদেশ জাতীয় দলের সঙ্গে যোগ দিতে গায়ানা থেকে সেন্ট কিটসের বিমানে চড়বে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের স্কোয়াডে রয়েছেন তিনি। তার রয়েছেন সঙ্গে রিশাদ হোসেন আর আফিফ হোসেনেরও। কিন্তু রংপুর রাইডার্সের খেলোয়াড় সংকটের কারণে বিসিবির বিশেষ অনুমতিতে ফাইনাল খেলেছেন এই তিন ক্রিকেটার।

যে কারণে থেকে যাওয়া, সেটি দারুণভাবেই কাজে লেগেছে সৌম্য ও রংপুরের জন্য। গায়ানায় গ্লোবাল সুপার লিগের ফাইনালে ভিক্টোরিয়াকে ৫৬ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রংপুর রাইডার্স। যে জয়ে ৫ ছক্কা ৭ চারে ৮৬ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে অপরাজিত ছিলেন সৌম্য।

প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামের ম্যাচটিতে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে রংপুর। অধিনায়ক নুরুল হাসানের এই সিদ্ধান্তকে সঠিক বানিয়ে উদ্বোধনী জুটিতেই ১২৪ রান এনে দেন সৌম্য ও স্টিভেন টেলর। ১৪তম

ওভারের শেষ বলে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে টেলর আউট হলেও সৌম্যকে আউটই করতে পারেনি ভিক্টোরিয়া। ৩৩ বলে পঞ্চাশ ছোঁয়া এই বাঁহাতি শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন ৫৪ বলে ৮৬ রান করে। সৌম্যর টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে এটি ২০তম ফিফটি। প্রথম সেঞ্চুরির স্বপ্ন অপূর্ণ রয়ে গেছে আরও একবার। তবে দিন শেষে হেসেছেন সৌম্যই। তাঁর ইনিংসই গড়ে দিয়েছে রংপুরের জয়ের ভিত্তি।

১৭৯ রানের লক্ষ্য ব্যাট করতে নেমে প্রথম ৭ ওভারের মধ্যে ১ উইকেটে ৬৫ রান তুলে কক্ষপথেও ছিল অস্ট্রেলিয়ার দলটি। কিন্তু পরের পাঁচ ওভারের মধ্যে ৫ উইকেট হারিয়ে ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ৮৯ রানে পরিণত হয় ভিক্টোরিয়ার স্কোর। সেখান থেকে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি দলটি। ১৮.১ ওভারে অলআউট হয় ১২২ রানে।

এই জয় রংপুরকে এনে দিয়েছে গ্লোবাল সুপার লিগের প্রথম আসরের ট্রফি আর রংপুরের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ট্রফি। এর আগে ২০১৭ সালে বিপিএল (বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ) চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রংপুর।

৫ দলের গ্লোবাল সুপার লিগে লিগ পর্বে চার ম্যাচের প্রথম দুটিতেই হেরেছিল রংপুর রাইডার্স। নুরুল হাসানের নেতৃত্বাধীন দলটিকে ভিক্টোরিয়াও হারিয়ে দিয়েছিল ১০ রানে। তবে শেষ দুই ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের গায়ানা আমাজন ওয়ারিয়র্স ও পাকিস্তানের লাহোর কালান্দার্সকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে শেষ পর্যন্ত ট্রফিতেই হাত রেখেছে রংপুর। ম্যাচসেরার পাশাপাশি মোট ১৮৮ রান করে টুর্নামেন্ট সেরাও হয়েছেন সৌম্য।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:
রংপুর রাইডার্স: ২০ ওভারে ১৭৮/৩ (সৌম্য ৮৬, টেলর ৬৮, মাডসেন ১০; ড্রেকস ১/২০)।

ভিক্টোরিয়া: ১৮.১ ওভারে ১২২ (ক্লার্ক ৪০, ম্যাকডোনাল্ড ১৬; হারমিত ৩/১৯, সাইফ ২/২১, মেহেদী ২/২০, রিশাদ ২/২৬)।

ফল: রংপুর রাইডার্স ৫৬ রানে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ফাইনাল: সৌম্য সরকার।

প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট: সৌম্য সরকার।

সূত্র: ইত্তেফাক

মেহেরপুরে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ক্রীড়া উৎসব

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচী ২০২৪-২০২৫ এর আওতায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ক্রীড়া উৎসব ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৬ ডিসেম্বর) এগারোটার সময় জেলা ক্রীড়া অফিস ও জেলা স্টেডিয়ামে এ ক্রীড়া উৎসবের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া অফিসার মোঃ আরিফ আহমেদ সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ পরিদর্শক মোঃ মাসুদুর রহমান, সদর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মোঃ মাহামুদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইমদাদুল হক।

প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা তুলসী কুমার পালের সার্বিক সহযোগিতায় আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ফুটবল কোর্স আব্দুল মালেক।

পরে ছেলেদের ফুটবল খেলা, ছেলেদের ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায়, মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা, বিস্কুট দৌড় প্রতিযোগিতা, দড়ি খেলা, মোরগ লড়াই অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।